গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
প্রশাসন-১ অধিশাখা
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত জুন ২০২৬ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : জনাব রেজওয়ানুর রহমান
মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
স্থান : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ : ২৪.০৬.২০২৬ খ্রি.
সময় : সকাল: ১০.৩০ ঘটিকা
হাজিরা : পরিশিষ্ট – ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির সম্মতিক্রমে উপপরিচালক (প্রশাসন-১) বিগত ১৪.০৫.২০২৬ খ্রি.তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় উপস্থিত সকল সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

২ .অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

১. গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ বিষয়ে আলোচনাঃ		
আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
মে/২০২৬ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন বিয়োজনের প্রস্তাব/সুপারিশ না থাকায় কার্যবিবরণীটি দৃঢ়ীকরণের জন্য সকলে একমত পোষণ করেন।	মে/২০২৬ মাসে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে সভার দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট সকল
২. ডি-নথির পেন্ডিংসহ অন্যান্য পেন্ডিং পত্র দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে আলোচনাঃ		
ডি-নথির বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রোগ্রামার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সভায় জানান, গত ২২/০৬/২০২৬ খ্রি. তারিখের ৫১.০১.০০০০.০৪১.৩১.০২১.২৩.৪৭ নং স্মারকে দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়ন এবং কাগজবিহীন দপ্তরের ধারনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নথি ব্যবস্থাপনাসহ সামগ্রিক কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদনার নিমিত্ত ই-ফাইলে কার্যক্রম সম্পাদনযোগ্য (অধিকতর সংযুক্তি, সংবেদনশীল এবং ডি-নথিতে কার্যক্রম সম্পাদনযোগ্য নয় এমন নথি ব্যতীত) নথির তালিকা চেয়ে সকল শাখায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে ডি-নথিতে নিষ্পত্তিযোগ্য শাখা ভিত্তিক নথির তালিকা অনুযায়ী অন্যান্য সকল শাখার নথিসমূহ ডি-নথিতে নিষ্পত্তির পরামর্শ প্রদান করেন। কিছু শাখায় ডি নথির কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে প্রোগ্রামার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সভায় জানান।	ডি-নথিতে নিষ্পত্তিযোগ্য শাখাভিত্তিক নথিসমূহ ডি-নথিতে নিষ্পত্তি করতে হবে এবং পত্র জারীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে আরো বৃদ্ধি করতে হবে এবং আগামী সভায় ডি-নথির প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
৩. বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত সম্পর্কিত আলোচনাঃ		
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ম মেনে তদন্তের কাজ পরিচালনা করতে বলেন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে, প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি স্বাক্ষরের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ যথাযথ প্রক্রিয়ায় তদন্তের সকল কাজ পরিচালনা করবেন। তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ তদন্ত প্রতিবেদন দ্রুত দাখিল করবেন এবং প্রমাণকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের লিখিত বক্তব্য স্বাক্ষর করে সংযুক্ত করবেন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদির জন্য পিএসসি এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	তদন্তকারী কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা।

০৩. বিভাগীয় মামলাঃ

ক. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে চলমান বিভাগীয় মামলার বিবরণ নিম্নরূপ:

১	১৩/২০২১	জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, সহঃ প্রকৌশলী, মুজিব কিল্লা নির্মাণ প্রকল্প	১ম শ্রেণিতে যোগদান না করা।	একই বিষয়ে এটি মামলা নং-৩৬৬/২০২১ চলমান থাকায় বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম স্থগিত আছে।	বিভাগীয় মামলা মোট ১৪টি তন্মধ্যে ৯নং ক্রমিকের মামলাটি নিস্পত্তি হয়েছে এবং ৩, ৬, ৭, ৮, ১১ ও ১২নং ক্রমিকের মামলাগুলো আদেশের অপেক্ষায়। কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তা নথিতে উপস্থাপন করতে হবে।	উপপরিচালক (প্রশাসন-১/২) ও সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)
২	৩৫/২০২২	জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন পিআইও, নিকলী, কিশোরগঞ্জ	তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।		
৩	২/২০২৪	জনাব মোহাম্মদ আলী পিআইও, দুমকি, পটুয়াখালী	তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।	আদেশের অপেক্ষায়।		
৪	০৩/২০২৪	জনাব মোঃ রায়হানুল হক, অফিস সহকারী, পিআইও অফিস, চাটমোহর, পাবনা	তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।		
৫	০৫/২০২৫	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পিআইও প্রধান কার্যালয়ে সংযুক্ত	তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে	গুরুদন্ড আরোপের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিএসসি এর মতামত চাওয়া হয়েছে।		
৬	৬/২০২৫	মোঃ সোহেল রহমান, পিআইও, চিলমারী, কুড়িগ্রাম	তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে	আদেশের অপেক্ষায়।		
৭	৭/২০২৫	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন পিআইও, আজমিরিগঞ্জ, হবিগঞ্জ (সাবেক শিবপুর, নরসিংদী)	তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে	আদেশের অপেক্ষায়।		
৮	৮/২০২৫	জনাব মোঃ মনসুর রহমান, পিআইও, বোয়ালিয়া, রাজশাহী (সাবেক গাংনী, মেহেরপুর	তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে	আদেশের অপেক্ষায়।		
৯	৯/২০২৫	জনাব মোসাঃ নাসরিন সুলতানা, পিআইও, কেশবপুর, যশোর (সাবেক বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট)	তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে	যথাযথ প্রক্রিয়ায় মামলা নিস্পত্তি করা হয়েছে।		
১০	১০/২০২৫	শেখ সাদী, অফিস সহকারী, পিআইও অফিস, মধুখালী, ফরিদপুর	অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা প্রস্তুত করা হয়েছে, স্বাক্ষরের অপেক্ষায় আছে	মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন		
১১	১/২০২৬	জনাব এস.এম. এ করিম, পিআইও, রামগড়, খাগড়াছড়ি (সাবেক কুতুবদিয়া, কক্সবাজার)	অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর জবাব পাওয়া গিয়েছে।	ব্যক্তিগত শুনানি হয়েছে। আদেশের অপেক্ষায়।		
১২	২/২০২৬	জনাব আবদুল্লাহ হেল-আল-মাসুম, পিআইও, রাজস্থলী, রাংগামাটি (সাবেক শৈলকুপা, ঝিনাইদহ)	অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর জবাব পাওয়া গিয়েছে।	ব্যক্তিগত শুনানি হয়েছে। আদেশের অপেক্ষায়।		
১৩	৩/২০২৬	শেখ ফরিদ, উচ্চমান সহকারী, ডিআরআরও অফিস, লালমনিরহাট	অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা প্রস্তুত করা হয়েছে, স্বাক্ষরের অপেক্ষায় আছে	মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন		
১৪	৪/২০২৬	জনাব নুরুন্নবী সরকার, পিআইও, রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও (সাবেক শাল্লা, সুনামগঞ্জ)	মামলা দায়ের করা হয়েছে।	অভিযোগ বিবরণীর জবাব পাওয়া গেছে। ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করেছেন। শুনানীর দিন ধার্য করার অপেক্ষায়।		

খ. মামলাগুলো বিস্তারিতভাবে রেজিস্টারে মামলা নম্বর ও সালসহ হালনাগাদ আছে।

৪. বিভিন্ন আদালতে চলমান মামলাঃ		
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের (মন্ত্রণালয়সহ) চলমান মামলার হালনাগাদ তথ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উপপরিচালক (আইন সেল) সভায় জানান যে, বর্তমানে ১৮৮টি মামলা চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে রিট পিটিশন ১২৪টি, সিপিএলএ ২৩টি, সিএ ০৫টি, কনটেম্পট পিটিশন ১৩টি, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ১২টি, প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল ১১টি মোট ১৮৮টি। স্মার্ট কেস ম্যানেজমেন্ট এ পর্যন্ত মোট ১৬৯টি মামলা এন্টি হয়েছে। তন্মধ্যে রিট পিটিশন ১১৪টি, সিপিএলএ ২৬টি, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ২৩টি, প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল ০৬টি মোট ১৬৯টি। আইনজীবীদের নিকট এ পর্যন্ত ১২৩টি মামলা দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে জনাব সাজেদ আহম্মাদ সামীহ ৬১টি, জনাব ড. আহমদুজ্জামান ৪৬টি, জনাব সুমাইয়া বিনতে আজিজ ১৬টি মোট ১২০টি। ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে মোট ১২টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। তন্মধ্যে রিট পিটিশন ০৩টি, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ০৬টি, প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল ০২টি, কনটেম্পট পিটিশন ০১টি মোট ১২টি। জনাব সুমাইয়া বিনতে আজিজ এর নিয়োগ বাতিলের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।	(ক) সকল মামলার তথ্য স্মার্ট কেস ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেমে upload করতে হবে। (খ) প্যানেল আইনজীবীগণের নিকট হতে প্রতি মাসে মামলার হালনাগাদ তথ্য জানতে হবে এবং মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (গ) প্যানেল আইনজীবীগণের সাথে নিয়মিত সভা করতে হবে। (ঘ) সঠিক সময়ে মামলার জবাব দিতে হবে। (ঙ) জনাব সুমাইয়া বিনতে আজিজ এর নিয়োগ বাতিলের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (চ) অবশিষ্ট ৬৫টি মামলা দ্রুত আইনজীবীকে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।	উপপরিচালক (আইন)/ সহকারী পরিচালক (আইন)
৫. বাজেট সংক্রান্ত আলোচনাঃ		
উপপরিচালক (বাজেট/হিসাব) সভায় জানান যে, সকল শাখা হতে বিল দাখিল করা হয়েছে। বিলগুলো যাচাই-বাছাই করে চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হবে। তিনি আরো জানান যে, সরকারের রাজস্ব বাজেটের অধীন কোন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান বৎসরের শুরুতে ক্রয় পরিকল্পনা গ্রহণ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে যাতে সারাবছর ক্রয় পরিচালনা করতে সুবিধা হয়। এছাড়াও তিনি অর্থবছরের শুরুতে প্রয়োজনীয় সকল ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়া করার জন্য সভায় অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	(১) বৎসরের শুরুতে পিপিআর ২০২৫ এর ক্রয় সংক্রান্ত নীতি সমূহ অনুসরণ করত সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহকে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে বাজেট শাখায় দাখিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পরিচালক ও উপপরিচালক (সংশ্লিষ্ট সকল)
৬. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিঃ		
ক) উপপরিচালক (বাজেট/হিসাব) সভায় জানান যে, অডিটের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে প্রকল্প বাদে কেবল রাজস্ব খাতে ১৯৮৩-১৯৮৪ থেকে ২০২৩-২০২৪ পর্যন্ত প্রধান কার্যালয়ের মোট অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি ১৪০টি। যার মধ্যে ১২১ টি আপত্তির ব্রডশীট জবাব ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৯ টি আপত্তির ব্রডশিট জবাব মন্ত্রণালয়ের প্রেরণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে এবং দৈনন্দিন প্রাপ্ত অডিটের ব্রডশীট জবাব যাচাইপূর্বক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। খ) জেলা/ উপজেলা হতে প্রাপ্ত মোট ব্রডশীট জবাব ১৮টি, নিষ্পত্তির জন্য পূর্বের পেডিংসহ ১৫টি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ০৩টি আপত্তি জেলা/উপজেলায় ফেরত দেয়া হয়েছে মর্মে উপপরিচালক (বাজেট/হিসাব) সভায় উল্লেখ করেন। ০৮টি বিভাগের অভ্যন্তরীণ অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৪টি বিভাগের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। গ) তিনি আরো জানান যে, অডিটের জন্য সম্পূর্ণরুপে নতুন একটি সেল/অধিশাখা গঠন করা প্রয়োজন।	ক) অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাবের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। খ) সামাজিক নিরাপত্তার অডিট আপত্তি বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ক. উপপরিচালক (১/২/বা:/হি:) খ. উপপরিচালক (বা:/হি:/ প্রশিক্ষণ)

৭. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিঃ		
i) কাবিখা/ কাবিটাঃ পরিচালক (কাবিখা) সভাকে জানান যে, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের কাবিখা ১ম ও ২য় পর্যায়ে উপজেলাভিত্তিক ১১৩২,২৫,০০,০০০/- (এক হাজার একশত বত্রিশ কোটি পচিশ লক্ষ) টাকা, ৬৭,৫০০ (সাতষট্টি হাজার পাঁচশত) মেট্রিক টন চাল ও ৬৭,৫০০ (সাতষট্টি হাজার পাঁচশত) মেট্রিক টন গম, নির্বাচনী এলাকা ২৮০ আসনের অনুকূলে ৭০,০০,০০,০০০/- (সত্তর) কোটি টাকা, ৫,৬০০ (পাঁচ হাজার ছয়শত) মেট্রিক টন চাল ও ৫,৬০০ (পাঁচ হাজার ছয়শত) মেট্রিক টন গম ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের অনুকূলে ১০,৮০,০০,০০০/- টাকা ৩৬০.০০ মেঃ টন চাল ৪৩২.০০ মেঃ টন গম এবং প্রদান করা হয়েছে । ১ম ও ২য় পর্যায়ে কাজের অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৯.১১% ও ৯১.০০%। এছাড়া, বিশেষ বরাদ্দ (এমপি ও প্রকল্পভিত্তিক) ২৯২,৬৬,০০,০০০/- টাকা ১৬,৫৩৯.০০ মেঃ টন চাল ১৬,৩৬৬.০০ মেঃ টন গম বরাদ্দ পাওয়া যায়। সারাদেশে প্রকল্পের কাজ চলমান। যে জেলাগুলোতে কাজের অগ্রগতি কম সে সব জেলাগুলোতে ফোন/পরিদর্শন করে তথ্য নিতে হবে। ii) টিআর কর্মসূচিঃ ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের টিআর ১ম ও ২য় পর্যায়ে উপজেলাভিত্তিক, পৌরসভা, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও সিটি কর্পোরেশন খাতে ১০১৮,৩৬,৭৫,০০০/- (এক হাজার আঠারো কোটি ছত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে । ১ম ও ২য় পর্যায়ে কাজের অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৮.৯০% ও ৯১.০০%। এছাড়া, নির্বাচনী এলাকা ৩০০ আসনের অনুকূলে ৯০,০০,০০,০০০/- (নব্বই) কোটি টাকা ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের অনুকূলে ১৪,৪৬,০০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ প্রকল্পভিত্তিক বরাদ্দ ৩২৮,৫০,০০,০০০/- (তিনশত আঠাশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা বিশেষ বরাদ্দ পাওয়া যায়। সারাদেশে প্রকল্পের কাজ চলমান। যে জেলাগুলোতে কাজের অগ্রগতি কম সে সব জেলাগুলোতে ফোন/পরিদর্শন করে তথ্য নিতে হবে। iii) খাল খনন কর্মসূচিঃ পরিচালক (কাবিখা) সভায় জানান যে, খাল খনন কর্মসুচি দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে, অধিদপ্তরে এ কর্মসূচির কোন কাজ পেন্ডিং নেই। ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে খাল খনন সরকারের বিশেষ অগ্রাধিকার কর্মসূচি হিসেবে ৬২টি জেলার ২৪২টি উপজেলায় ৩৮৩টি প্রকল্পের বিপরীতে ১৫০০.০০ (একহাজার পাঁচশত) কিলোমিটার খাল খননের কাজ বাস্তবায়ন করবে। আগামী ০৪ (চার) বছরে ৭,০০০ (সাত হাজার) কিলোমিটার খালখনন কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। এ পর্যন্ত ৭২৯.১৩২ কি:মি: দৈর্ঘ্য খাল খনন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। কাজের অগ্রগতি প্রায় ৫৯.৫৭%। এছাড়াও উপপরিচালক (কাবিখা-৩) সভায় জানান যে, নারায়ণগঞ্জ জেলার নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা হতে Management Information System (MIS) এ খাল খনন কর্মসূচির উপকারভোগীর মজুরি পরিশোধের নিমিত্ত ২১.০৬.২০২৬ তারিখের ৫১.০১.৬৭৫৮.০৩১.১৪.০০৯.২৬. ২৬৬ নং স্মারকে হার্ডকপি এবং মোট ৬৩,০৬,৯৫০/- (তেষট্টি লক্ষ ছয় হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকার বিল (MIS) এ আপলোড করা হয়। পরক্ষণে ২১.০৬.২০২৬ তারিখের ৫১.০১.৬৭৫৮.০৩১.১৪.০০৯. ২৬.২৬৮ নং স্মারকে জানান যে, উক্ত বিলটি ভুল হয়েছে যাহা সংশোধন প্রয়োজন এবং ২১,৯৪,৭৫০/- (একুশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকার সংশোধিত বিল দাখিল করেন। উক্ত দাখিলকৃত অর্থ অনুমোদনসহ (MIS) এ Export করা হয়। অবশিষ্ট ৪১,১২,২০০/- (একচল্লিশ লক্ষ বার হাজার দুইশত) টাকা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সদর এর আইডিতে অনুমোদনহীন অবস্থায় পড়ে আছে। উক্ত টাকা ফেরৎ প্রদানসহ এবং নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা যাতে উক্ত টাকা তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করতে পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	i) ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) ও গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে প্রি-ওয়ার্ক যাচাইকারী কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিদর্শন করবেন এবং পরিদর্শনকালীন সময়ে Random প্রকল্প বাছাই করে প্রকল্পের সাইট পরিদর্শন করতে হবে। ii) সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বিশেষ অগ্রাধিকার কর্মসূচি হিসেবে খাল খননের কাজ গুরুত্বসহকারে দ্রুততার সাথে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বাস্তবায়ন/সম্পাদন করতে হবে। iii) নারায়নগঞ্জ জেলার নারায়নগঞ্জ সদর উপজেলা হতে Management Information System (MIS) এ খাল খনন কর্মসূচির উপকারভোগীর মজুরি পরিশোধের অবশিষ্ট ৪১,১২,২০০/- (একচল্লিশ লক্ষ বার হাজার দুইশত) টাকা ফেরৎ প্রদান এবং নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা উক্ত টাকা তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে।	পরিচালক (কাবিখা) / উপপরিচালক (কাবিখা -১,২ ও ৩)
৮. ভিজিএফ ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচিঃ		
(১) পরিচালক (ভিজিডি) সভায় জানান যে, মাঠ পর্যায়ে ভিজিএফ খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা নিশ্চিত এবং এ কর্মসূচি অধিকতর ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে ভিজিএফ খাদ্যশস্য পরিবহন ব্যয় এবং আনুসংগিক ব্যয় প্রদান করা আবশ্যক এবং যৌক্তিকতার বিষয়ে পরিচালক ভিজিডি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মাননীয় মন্ত্রী ভিজিএফ খাদ্যশস্য পরিবহন ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও ইতোপূর্বে মত প্রকাশ করেন মর্মে তিনি জানান এ বিষয়ে সভাপতি হাওর/সমতল/পার্বত্য এলাকা বিবেচনায় নিয়ে পরিবহণ ব্যয় নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	(১) মাঠ পর্যায়ে ভিজিএফ খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা নিশ্চিত এবং এ কর্মসূচি অধিকতর ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে ভিজিএফ খাদ্যশস্য পরিবহন ব্যয় এবং আনুসংগিক ব্যয় প্রদানের আবশ্যকতা এবং যৌক্তিকতা বিবেচনায় হাওর/সমতল/ পার্বত্য এলাকা অনুযায়ী পরিবহণ ব্যয়ের খসড়া প্রাক্কলন প্রস্তুতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য চেয়ে ০৮/০৬/২০২৬ খ্রি. তারিখ সকল জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	পরিচালক (ভিজিডি)/ উপপরিচালক (ভিজিডি)

(২) ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচির আওতায় ৬২টি জেলায় ২০০৩-২০০৪ অর্থবছর থেকে ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে মোট ১৪৫ কোটি ৬৪ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এ পর্যন্ত সর্বমোট ৩৭ কোটি ৮৬ লক্ষ ৫০ হাজার ৯৯৬ টাকা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া সাময়িক বেকারত্ব মোচন তহবিলের আওতায় ৭টি জেলায় ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে মোট ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এ পর্যন্ত মোট আদায় ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৬৬ হাজার ৫৩৭ টাকা। ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি এবং সাময়িক বেকারত্ব মোচন তহবিলের অনাদায়ী অর্থ আদায়ের জন্য ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট টাস্কফোর্স গঠন করা আছে মর্মে পরিচালক (ভিজিডি) সভায় উল্লেখ করেন।	(২) ঝুঁকিহ্রাস এবং বেকারত্ব মোচন তহবিলের অনাদায়ী টাকা আদায়ের ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।	
৯. মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণঃ		
পরিচালক (মূওপ) বলেন যে, ২০২৫–২০২৬ অর্থ বছরে কাবিখা/কাবিটা ও (টিআর) কর্মসূচির অব্যয়িত অর্থ আদায় এবং জেলা ও উপজেলা থেকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন নতুন করে প্রেরণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এতে অতিদ্রুত ও নির্ভুল প্রতিবেদন পাওয়া যাবে। তিনি আরো জানান যে, সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ গৃহীত প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন করতঃ প্রতিবেদন দাখিল এবং পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের সাথে সাক্ষাত করবেন। তিনি তাদেরকে অতিদ্রুত পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আহ্বান জানান।	সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ গৃহীত প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন করতঃ অতিদ্রুত প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	পরিচালক(মূওপ) / উপপরিচালক (মূওপ ১/২)
১০. অব্যবহৃত মালামাল নিষ্পত্তি সংক্রান্তঃ		
অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন শাখায়/করিডোরে থাকা অব্যবহৃত আইসিটি ও তেজগাঁও সিএসডিস্থ ত্রাণ গুদামের অব্যবহৃত টায়ার ও অন্যান্য মালামাল ইত্যাদি নিলামে বিক্রির বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। এ বিষয়ে প্রোগ্রামার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, পরিচালক (ত্রাণ) এর সভাপতিত্বে একটি সভা করা হয়েছে। দ্রুত আরো একটি সভা করে অব্যবহৃত আইসিটি মালামাল ইত্যাদি নিলামে বিক্রির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।	মে মাসের মাসিক সমন্বয় সভায় ০১ সপ্তাহের মধ্যে অব্যবহৃত আইসিটি মালামাল ইত্যাদি নিলামে বিক্রির কার্যক্রম অতিদ্রুত সম্পন্ন করার জন্য পুনরায় সময় দেয়া হয়েছিল। অদ্যাবধি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।	প্রোগ্রামার/সহ কারী প্রকৌশলী (কাবিখা)
১১. ত্রাণ কার্যক্রমঃ		
(ক) সারাদেশে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ঢেউটিন ক্রয়ের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৬৪টি জেলা/উপজেলায় এ পর্যন্ত ৩২,৯০,০০,০০০/- (বত্রিশ কোটি নব্বই লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এছাড়া বিএমটিএফ এর মাধ্যমে ৩৪,০৯,২৬,৮০০/- টাকায় ৫টি প্যাকেজে ২৫,১১২ বান্ডিল ঢেউটিন ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত ক্রয়ের কার্যক্রম জুন ২০২৬ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে শুকনা ও অন্যান্য খাবার ক্রয়ের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৬৪টি জেলা/উপজেলায় এ পর্যন্ত ১৪,৮৫,০০,০০০/- (চৌদ্দ কোটি পঁচাশি লক্ষ) টাকা বরা দ্দ প্রদান করা হয়। ১৫,১৫,০০,০০০/- (পনেরো কোটি পনেরো লক্ষ) টাকা অবশিষ্ট রয়েছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে কম্বল ক্রয়ের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৬৪টি জেলা/উপজেলায় এ পর্যন্ত ৫০,৯৯,৬০,০০০/- (পঁঞ্চাশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ ষাট হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ৫,১০,৪০,০০০/- (পাঁচ কোটি দশ লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা অবশিষ্ট রয়েছে। কেন্দ্রীয় মজুত হিসেবে শুকনা ও অন্যান্য খাবার ৪২,৫১৭ ব্যাগ/বস্তা, ঢেউটিন ১০০৯ বান্ডেল, কম্বল ৫,০৬৮ পিস, তাঁবু ১২,৮২৬ সেট এবং মশারি ২,১০০ পিস মজুত রয়েছে। সারাদেশে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ত্রাণ সামগ্রী ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(ক) জেলা হতে প্রতি মাসে ত্রাণ সামগ্রী মজুদের প্রতিবেদন সংগ্রহ করতে হবে এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ঢেউটিন, কম্বল এবং শুকনা ও অন্যান্য খাবার ক্রয়ের চূড়ান্ত প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	পরিচালক (ত্রাণ) উপপরিচালক (ত্রাণ-১/২)

খ) সহকারী পরিচালক (ত্রাণ-২) সভায় জানান, সারাদেশে সচল ও অচল নৌযানের তথ্য প্রেরণের জন্য পত্র দেয়া হলে জেলা হতে সচল ও অচল নৌযানের প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করার জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়। নৌপরিবহন অধিদপ্তরের সহিত টেলিফোনিক আলাপে জানা যায় অঞ্চল ভিত্তিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক সচল ও অচল নৌযানের তথ্য যাচাই-বাছাই করে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে। নৌপরিবহন অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। গ) উপপরিচালক (ত্রাণ-১) সভায় জানান যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মোহাজের সম্পত্তির মালিকানা রেকর্ড বা বৈধ কাগজপত্রসহ মামলা (LA case) নম্বর ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ০৪ সদস্য বিশিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে 'মোহাজের সেল' গঠন করা হয়।	(খ) নৌপরিবহন অধিদপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রতিবেদন পাওয়ার পর দ্রুত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে তা প্রেরণ করতে হবে। (গ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জেলা প্রশাসক ও জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে মোহাজের সম্পত্তির মালিকানা রেকর্ড বা বৈধ কাগজপত্রসহ মামলা (LA case) নম্বর ও অন্যানা তথ্য সংগ্রহ করবে, ডাটাবেজ প্রস্তুত করবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।	পরিচালক (ত্রাণ) উপপরিচালক (ত্রাণ-১/২)
১২. এমআইএম অনুবিভাগের কার্যক্রমঃ		
ক) পরিচালক (এমআইএম) সভাকে অবহিত করেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর দেশের দুর্যোগ-প্রবণ জনগোষ্ঠীর কাছে দ্রুততম সময়ে দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য ও সতর্কবার্তা পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে একটি আইভিআর (Interactive Voice Response) সিস্টেম স্থাপনসহ পরিচালনা করে আসছে। উক্ত সিস্টেমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের "বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র" বন্যা সংক্রান্ত তথ্য ও সতর্কবার্তা এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন দুর্যোগ ও দৈনন্দিন আবহাওয়ার বার্তা আপলোড করে থাকে। বর্তমানে এই সিস্টেমটির মাধ্যমে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর নিকট দুর্যোগ পূর্ব সতর্কতা, আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য এবং অন্যান্য জরুরি নির্দেশনা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আইভিআর সিস্টেমটি ২০১০ সালে স্থাপিত হয়, এটি প্রযুক্তিগতভাবে পুরনো এবং বর্তমান চাহিদা পূরণে আশানুরূপ সক্ষম নয়। আধুনিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার চাহিদা পূরণে বিদ্যমান সিস্টেমে একযোগে সীমিত কলসংখ্যা পরিচালনার ক্ষমতা রয়েছে, ডেটা সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ সক্ষমতার অভাব ও ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশনের সুযোগসহ বেশকিছু সীমাবদ্ধতাগুলো রয়েছে। আধুনিক ক্লাউড-ভিত্তিক আইভিআর প্ল্যাটফর্ম আপডেট করার জন্য AI-চালিত এবং Text-to-speech বহুভাষিক সক্ষমতা সংযোজন, একযোগে ৫০ লক্ষ কল সংখ্যা পরিচালনার অবকাঠামো নির্মাণ, রিয়েল-টাইম ডেটা বিশ্লেষণ ও মনিটরিং ড্যাশবোর্ড স্থাপন, আবহাওয়া অধিদপ্তর, বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে স্বয়ংক্রিয় তথ্য সংযুক্তি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে তিনি সভায় জানান।	ক) আধুনিক ক্লাউড-ভিত্তিক আইভিআর প্ল্যাটফর্ম আপডেট করার জন্য AI-চালিত এবং Text-to-speech বহুভাষিক সক্ষমতা সংযোজন, একযোগে ৫০ লক্ষ কল সংখ্যা পরিচালনার অবকাঠামো নির্মাণ, রিয়েল-টাইম ডেটা বিশ্লেষণ ও মনিটরিং ড্যাশবোর্ড স্থাপন, আবহাওয়া অধিদপ্তর, বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে স্বয়ংক্রিয় তথ্য সংযুক্তি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক (এমআইএম), উপপরিচালক (এমআইএম) ও প্রোগ্রামার

খ) তিনি আরো জানান, উপজেলাওয়ারী দুর্যোগের ধরণভিত্তিক (যেমন: অগ্নিকান্ড, বজ্রপাত, নৌকাডুবি/পানিতে ডুবি) ক্ষয়ক্ষতির তথ্যাদি রেজিষ্টারে নিয়মিত সংরক্ষণ করা হয়। ২০২৬ সালের জানুয়ারি হতে মে পর্যন্ত নৌদুর্ঘটনায় ও পানিতে ডুবে ১৪জন নিহত ও বজ্রপাতে ১৩২জন নিহত ও ৫৫জন আহত হয়েছে। গ) অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট নির্ভূলভাবে হালনাগাদ রাখা এবং জেলা/ উপজেলার ওয়েবসাইট ও তথ্য বাতায়ন সব সময় আপডেট রাখার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ঘ) ইমারজেন্সি অপারেশন ড্যাশ-বোর্ড এ বেইজ লাইন ডাটা হালনাগাদ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তিনি জানান যে, ইমার্জেন্সি অপারেশনাল ড্যাসবোর্ড (ইওডি) প্ল্যাটফর্মে বেইসলাইন ডাটাসহ এসওএস ও ডি-ফরমের মাধ্যমে খুব সহজে ও নির্ভুলভাবে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ইতোমধ্যে ২৩ (তেইশ) টি জেলায় এ সংক্রান্ত হ্যান্ডসঅন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং অন্যান্য জেলায় অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ইওডিতে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের লক্ষ্যে বছরের শুরুতে বেইজ ডাটা হালনাগাদ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে গত ২৮/০৬/২০২৬ সকল জেলা প্রশাসন বরাবর পত্র দেয়া হয় এবং টেলিফোনে সকলের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত করা হয়। বেইজ ডাটা আপলোড না করায় ইতোমধ্যে ০৩ বার তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ৬৪ জেলার মধ্যে মাত্র ০১ জেলা থেকে সফলভাবে ডাটা আপলোড করা হয়, অবশিষ্ট ৬৩ জেলা থেকে এখনও ডাটা আপলোড করা যায়নি। এতে করে আসন্ন দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি ইওডি তে নিরূপন করা সম্ভব হবে না।	খ) উপজেলাওয়ারী দুর্যোগের ধরণভিত্তিক ডাটা (যেমন: অগ্নিকান্ড, বজ্রপাত, নৌকাডুবি/ পানিতে ডুবি) ক্ষয়ক্ষতির তথ্যাদিসহ ইউনিয়ন ভিত্তিক সংরক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে। বিভিন্ন দুর্যোগে বা বজ্রপাতে নিহত মানুষের হালনাগাদ তালিকা/তথ্য সংশ্লিষ্ট অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে। গ) জেলা/ উপজেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করে অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট হালনাগাদ রাখতে হবে। সকল শাখার/ প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্য প্রোগ্রামারকে দিতে হবে। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তালিকা বিভাগওয়ারী ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। এ জন্য বদলির কপি/ অনুলিপি তাৎক্ষণিকভাবে প্রোগ্রামারকে দিতে হবে। সকল জেলা/ উপজেলার ওয়েবসাইট ও তথ্য বাতায়ন সব সময় আপডেট রাখতে হবে। ঘ) ইমারজেন্সি অপারেশন ড্যাশ-বোর্ড এ বেইজ লাইন ডাটা হালনাগাদ এবং অন্যান্য সফটওয়ার তৈরী বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।	পরিচালক (এমআইএম), উপপরিচালক (এমআইএম) ও প্রোগ্রামার
১৩.পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের কার্যক্রমঃ		
(ক) উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ১০টি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। আরএডিপিতে বরাদ্দ : ২২৩১৯০.৫৯ লক্ষ টাকা, জিওবি : ১৮৩০৮৭.৬৩ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য : ৪০১০২.৯৬ লক্ষ টাকা, মে ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় : ১২০১৯৭.৯৯ লক্ষ টাকা, জিওবি : ৯২৪০৩.৫২ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য ২৭৭৯৪.৪৭ লক্ষ টাকা অধিদপ্তরের এডিপি বাস্তবায়নের হার: আর্থিক: ৫৩.৮৫%, বাস্তব : ৫৫.০০%।	(ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি বৃদ্ধিকরতঃ অনুমোদিত ডিপিপি/আরএডিপিপি অনুযায়ী যথাসময়ে কাজ শেষ করতে হবে। ক্রয়ের কার্যক্রমে যথাযথভাবে পিপিআর ২০২৫ অনুসরণ করতে হবে। প্রকল্পে নিয়োজিত পিডি, ডিপিডি, এডিপি ও প্রকৌশলীদের প্রকল্প পরিদর্শনের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
খ) এছাড়াও তিনি পরিকল্পনা অনুবিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অননুমোদিত সবুজপাতায় অন্তর্ভূক্ত ও প্রস্তুতকৃত ০৮টি ডিপিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন। এছাড়া BCDP হতে ০৩টি প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের নির্দেশনা পাওয়া গেছে, সেই আলোকে ০৩টি ডিপিপি প্রনয়ণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। গ) উপপরিচালক (প্রশমন) সভায় জানান যে, বজ্রপাত সহ অন্যান্য দুর্যোগে আগাম সতর্কবার্তা জনসাধারণের মাঝে প্রচারের জন্য সকল জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, সিটি কর্পোরেশন বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে। ঘ) SOD এর আলোকে কমিটি সমূহ হালনাগাদ কার্যক্রম গ্রহণ করা বিষয়ে আলোচনা হয়।	খ) যথাসময়ে ডিপিপি পুনঃগঠনপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সবুজপাতায় অন্তর্ভূক্ত প্রকল্পসমূহে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করতে হবে। গ) জনসাধারণের মাঝে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বজ্রপাত সহ অন্যান্য দুর্যোগে আগাম সতর্কবার্তা প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সমূহ হালনাগাদ করতে হবে।	পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
১৪. GPMS বিষয়ে আলোচনাঃ		
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি (Governance Performance Monitoring System-GPMS) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খসড়া প্রস্তুতের নিমিত্ত শাখা/প্রকল্প সমূহের কার্যক্রমের ৩ বছরের খসড়া আবর্তক পরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্ত স্ব স্ব অনুবিভাগ/শাখা/প্রকল্পের প্রস্তাবিত কার্যক্রম সমূহের লক্ষ্যমাত্রা (জেলাওয়ারী বিভাজনসহ) জিপিএমএস প্রতিবেদন এই অধিদপ্তরের সকল উইং/শাখা হতে তথ্য সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	জিপিএমএস প্রতিবেদন এই অধিদপ্তরের সকল উইং/শাখা হতে তথ্য সংগ্রহ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	GPMS টিমলিডার (পরিচালক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ)

১৫. গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগের কার্যক্রমঃ		
(ক) গবেষণা অধিশাখাঃ ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের (SOD) আলোকে জরুরি সাড়াদান পদ্ধতি শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের বিষয়ে ও বিভিন্ন দুর্যোগ ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বিভিন্ন উপায় নির্ধারণে অধিকতর গবেষণা করার বিষয়ে আলোচনা। (খ) প্রশিক্ষণ অধিশাখাঃ GPMS কর্ম-পরিকল্পনা এর লক্ষ্যমাত্রা এবং চলমান কার্যক্রম বাস্তবায়ন, i BASS ++, উপসহকারী প্রকৌশলীদেরকে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান, অডিট আপত্তি ব্রডশীট জবাব তৈরী, ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরুপণ, প্রকল্পের প্রি-ওয়ার্ক/পোষ্ট-ওয়ার্ক পরিমাপ গ্রহণ, ডি নথি, এসিআর ও মোহাজের সম্পত্তি রেকর্ড সংক্রান্ত, যুবক স্বেচ্ছাসেবক (গার্ল গাইডস্, বিএনসিসি, রেডক্রিসেন্ট, ফায়ার সার্ভিস স্বেচ্ছাসেবক) প্রশিক্ষণ সম্পর্কে সভায় আলোচনা হয় এবং ইতোমধ্যে এ সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে জানা যায়।	(ক) গবেষণা অধিশাখাঃ ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের (SOD) আলোকে জরুরি সাড়াদান পদ্ধতি শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন দুর্যোগ ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপায় নির্ধারণসহ নতুন নতুন আইডিয়া উদ্ভাবনে অধিকতর গবেষণা করে সুনির্দিষ্ট উপায় বের করতে হবে। খ) প্রশিক্ষণসূচিতে সকল ডিআরআরও এবং পিআইওকে Data base, Mental health, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, সাইবার সিকিউরিটি পিপিআর ২০২৫ মোতাবেক কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।	পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও গবেষণা)
১৬. বিবিধঃ		
ক) জ্বালানি সাশ্রয় করার জন্য প্রয়োজন ছাড়া সরকারি গাড়ি ব্যবহার না করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ৯:০০ টা থেকে ৯:৪০ মিনিট পর্যন্ত নিজ অফিস কক্ষে আবশ্যিকভাবে উপস্থিতি/অবস্থান করার বিষয়ে আলোচনা হয়। গ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়সহ দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সভায় সকলের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তাছাড়া বিদ্যুৎ সংযোগ সবসময় নিরাপদ রাখা এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিরাপদ সংযোগের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ঘ) অফিসিয়াল ই-মেইল এবং বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা। ঙ) প্রাপ্যতা অনুযায়ী অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তাদের টেলিফোন স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	ক) জ্বালানি সাশ্রয় করার জন্য প্রয়োজন ছাড়া সরকারি গাড়ি ব্যবহার না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। খ) এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে সকাল ৯:০০টা থেকে ৯:৪০ মিনিট পর্যন্ত নিজ নিজ অফিস কক্ষে আবশ্যিকভাবে উপস্থিতি/অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। গ) সংশ্লিষ্ট রুমে অবস্থানকারী সিনিয়র কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ স্ব-স্ব অফিস কক্ষ ত্যাগ করার সময় কক্ষের কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, বাতি, ফ্যান, এয়ার কন্ডিশনারসহ সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বন্ধ করবেন। অফিসের করিডোর, সিঁড়ি, ওয়াশরুম ইত্যাদি স্থানে অপ্রয়োজনীয় বাতি ব্যবহার বন্ধ করবেন। অফিস সময়\ শেষ হওয়ার পর সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বন্ধ নিশ্চিত করবেন। ঘ) অফিসিয়াল ই-মেইল এবং বিভিন্ন অ্যাপস সর্তকর্তার সাথে ব্যবহার করতে হবে। ঙ) প্রাপ্যতা অনুযায়ী অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তাদের অতি দ্রুত টেলিফোন স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।	(ক) সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী (খ) সকল পরিচালক (গ) সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী (ঘ) সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী ঙ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা

০৩। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(রেজওয়ানুর রহমান)
মহাপরিচালক
ফোন: ৫৮৮১৫৪৯৫
e-mail: dg@ddm.gov.bd

স্মারক নং ৫১.০১.০০০০.০০০.০০৩.০৬.০০৪৩.২৪.৫৬৪ তারিখ: ২০.০৭.২০২৬ খ্রি.

অনুলিপি: সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। পরিচালক/ প্রকল্প পরিচালক ....., (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০২। জেলা প্রশাসক ..... (সকল),
০৩। উপপরিচালক/ উপপ্রকল্প পরিচালক, ... (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৪। সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। (অবগতির জন্য সচিব মহোদয়ের সদয়)
০৫। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, ... (সকল)।
০৬। প্রোগ্রামার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (মাসিক সভার কার্যবিবরণী ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৭। সহকারী পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৮। সহকারী প্রকৌশলী/ পিআইও (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৯। কমিউনিকেশন মিডিয়া স্পেশালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০। প্রধান ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জরুরি ত্রাণ গুদাম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১। কম্পিউটার অপারেটর/ হিসাব রক্ষক/ উচ্চমান সহকারী ..... (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১২। মহাপরিচালক এর ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। (অবগতির জন্য মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয়)
১৩। অফিস কপি।

২০/৭/২৬

(তাসনূভা নাশতারান)
(উপসচিব)
উপপরিচালক (প্রশাসন-১)
ফোন-০২-২২২২৬১৩৬০